নিউ থিয়েটার্সের ঃ- মীরাবাই

MIRABAI : 1933

চরিত্র

রাণা কুম্ভ	....	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মীরাবাই	....	শ্রীমতী চন্দ্রাবতী
চাঁদভট্ট	....	পাহাড়ী সান্যাল
সুনন্দা	....	শ্রীমতী মলিনা
অভিরাম সিংহ	...	অমর মল্লিক
ভানুসিংহ	....	শৈলেন পাল
রূপ গোস্বামী	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
লালবাই	....	শ্রীমতী নিভাননী
চারণি	....	শ্রীমতী ইন্দুবালা
মন্দরকুমার	....	শ্রীজিতেন গোস্বামী

পরিচালক—দেবকী কুমার বসু   চিত্রশিল্পী—নীতীন বসু

শব্দযন্ত্রী—মুকুল বসু   সঙ্গীত পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল

পরিবেশক :- **অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ**

মীরাবাই

রাণা কুম্ভ তাঁহার পত্নী মীরাবাইএর বাসনানুযায়ী চিতোরে রণছোড়জীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মীরাবাই সেই মন্দিরে সর্ব্বদা পূজানিরতা থাকিতেন।

তরুণ রাঠোর মন্দরকুমার ঝালোয়াড়ের সর্দ্দার কন্যা অলকানন্দাকে দেখিয়া তাঁর প্রণয়াসক্ত হন এবং মহারাণী মীরাবাইএর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মীরাবাই তাঁহার প্রধান ভক্ত চাঁদভট্ট ও তাঁহার স্ত্রী সুনন্দাকে রণছোড়জীর পূজার ভার দিয়া মন্দরকুমারকে গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কুম্ভমেরু দুর্গের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সর্দ্দার অভিরাম সিংহ ও রাণার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভানুসিংহ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহা দেখেন এবং রাণার নিকট আসিয়া ঐ সংবাদ জ্ঞাপন

করেন। মহারাণা কুম্ভ মহারাণী মীরাবাই ও মন্দরকুমারকে সুড়ঙ্গ পথের বাহিরে বন্দী করেন। মন্দরকুমার দুর্গ হইতে গোপনে পলায়ন করেন।

দেবী ভীমার মন্দির প্রাঙ্গণে সর্দ্দার অভিরাম সিংহ, কুমার ভানু সিংহ, ও রাজ্যের প্রধান সামন্তগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, চিতোরের চির পুরাতন শাক্ত ধর্ম্মের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাণী মীরাবাইএরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে কেহ দ্বিধা বোধ করিবেন না। নির্য্যাতিতা এক চারণী তাঁহাদের গোপন মন্ত্রণা সভায় বাধা প্রদান করে।

একদিন পূজারতা মীরাবাইএর কণ্ঠে এক মুক্তার মালা দেখিয়া মহারাণা কুম্ভ সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করেন। কিন্তু মহারাণী মীরাবাইএর নিকট হইতে সঠিক উত্তর প্রাপ্ত হন না। ধ্যানমগ্না মীরাবাইএর অজ্ঞাতসারে রাণার ভগ্নী লালবাই ঐ-মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে মীরাবাইএর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও কুৎসা রাণার কর্ণগোচর হয় এবং তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তিনি মহারাণীকে রণছোড়জীর পূজা বন্ধ করিতে আদেশ দেন।

রাণার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মীরাবাই পূর্ব্বানুযায়ী ভক্তদের সহিত পথে পথে নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মীরাবাইএর এবম্বিধ আচরণে রাণা ক্রুদ্ধ হইয়া রণছোড়জীর মন্দির কামান দ্বারা ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। নাম গানে মত্তা মীরাবাই এই সংবাদ শ্রবণে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন।

কয়েকদিন পরে রাণা মীরার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিতোর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং অসতী বলিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না।

সর্দ্দার অভিরাম সিংহ ইতিমধ্যে তাঁহার জনৈক বিশ্বাসী অনুচর যোধমল দ্বারা সুনন্দাকে তাঁহাদের পর্ণ কুটীর হইতে অপহরণ করিয়া আনেন।

এদিকে রাত্রির অন্ধকারে সর্দ্দার অভিরাম সিংহ তাঁহার হীন অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় দেবী ভীমার মন্দির সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া উৎসবের আয়োজন করিলেন এবং রজ্জুবদ্ধ বৈষ্ণবদের সম্মুখে সুনন্দাকে নৃত্য করাইতে অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

মীরাবাই দুঃখে অভিমানে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। পথে দারুণ দুর্য্যোগের মাঝে মীরাবাই তাঁহার ভক্ত চাঁদভট্ট, সুনন্দা ও চারণীর সাক্ষাত লাভ

করেন এবং সকলে মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে ভক্ত রূপ গোস্বামীর দ্বারে সকলে উপস্থিত হন।

মহারাণা কুম্ভ সত্য ঘটনা জ্ঞাত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে মীরাবাইএর অনুসন্ধানে বৃন্দাবনে আসেন। মীরার নশ্বর দেহ দর্শন করিবার সাবকাশ তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তখন মীরার অবিনশ্বর আত্মা বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার ইষ্ট দেবতার সাথে।

———

গীত।

(১)

তুঁহারি কারণ সব সুখ ছাড়নু
কাহে মোহে তৃষিত রাখ
অব তুহু মোহে ছাড়ি নাহি সাজব
চরণ পাশ প্রভু ডাক!
বিরহ ব্যথা লাগে মরম কী অন্দরে,
সো তুহু আওয়ে বুঝাও;
মীরাদাসী জনম জনম কী
অঙ্গমে অঙ্গ লাগাও—
প্রভুজী মম চিত্তমে চিত্ত মিলাও।

(২)

শুনি ম্যয় হরি আওয়ান কী আওয়াজ।
মহল প্রাসাদোপরি
সজনীরে রহি চড়ি
কব্ আওয়ে মন্নু মহারাজ
ধরণী ধরল নব নব রূপ
কান্ত মিলন সাজ।
মীরা কী চিত ধৈরয না ধরে—
ত্বরা মিলো চিতরাজ।

(৩)

ম্যয় চাকর রাখ জি গিরিধারী লাল,
চাকর রাখ জি!
চাকর রহি রহি, কানন রচয়ব
নিতি উঠি দরশন পাব;
বৃন্দবনকী কুঞ্জ গলিনমে
তুঁহার গুণ গান গাব।
আধী রাত প্রভু দরশন দিয়ো
প্রেম নদী কো তীরা॥

(৪)

মোরা জনম মরণ কী সাথী
তোহে না বিসরি দিন রাতি।

(৫)

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির মৌর মুকুট মেরো পতি সোই।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম কণ্ঠমাল সোই,
তাত মাত ভ্রাতা বন্ধু আপন না কোই
ছাঁড় দই কুলকী কান কেয়া করেগা কোই
সন্তান সঙ্গ্ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই
আবতো বাত ফয়েল গই জানে সব কোই
আঁসুয়ান জল সিঁচ সিচ প্রেম বেলি বোই—
মীরা প্রভু লগন লাগি, হোনি হো সো হোই।

(৬)

এয়সো জনম নেহি বারংবার।
প্রিয়া মিলন যামিনী উৎসব মনারে—
ফাগুণকে দিন চার।
বিন সুর রাগ মুখ সো গাবে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার,
ঘট্‌কে সব পট্ খোল দিয়ে হায়,
লোকলাজ সব ডার,
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
চরণ কমল বলিহার।

(৭)

গাও জয় জাগ্রত হে ভগবান্।
মধু মিলন যামিনী অভিসারিকা।
প্রেম পূজার পঞ্চ প্রদীপ জ্বালি,
জ্বালো হে ইন্দ্রিয় পঞ্চ শিখা।
মর্ম্মের কামনার-দীপিকা টানি,

রঞ্জিত করি তোল কর্পূর দানি,
ঢুলাও চামর কুন্তল জালে,
শঙ্খবারি আঁকে অশ্রুলিখা।
চিন্তারতী আজি মীরার চিত্তে,
নৃত্যে নৃত্যে তোল সুরগীতিকা।

(৮)

হরি কো চরণ পরশ পাই।
যুগ যুগ ধরি যাহার মিলনে রহি,
সে পদ কমল সুখদায়ী॥

(৯)

খোল দ্বার, খোল দ্বার।
মনের দেউলে আজি এ আগল কেন আর।
বিরহের বরষায় নয়ন যে ভেসে যায়,
চিতহারা মীরা কাঁদে, কোথা মম চিতরায়।
ছিঁড়ে ফেল মায়া ডোর, আবরণ ছলনার,
ভেঙ্গে ফেলো কারাগার এ ধরার দেহভার॥

(১০)

চিত নন্দন কাহে বিলমায়ি।
মেরো বাদর অওয়ত সব ঠারি ;
ইতঘন গরজে, উতঘন তরজে,
বিজুরী চমক বিথারি।
দিশি দিশি দামিনী ঝকঝক চমকত,
চলত পবন পূবালী ;
বিরহ দহনে মেরো প্রাণ জলত হায়,
সিঞ্চি জুড়ত তনুবেলী ;
প্রাণ রহত যব দরশন দিয়ো,
চরণে রাখোহি প্রাণ হামারি
মীরা দাসী, চরণ উপাসী,
চরণ-কমল পূজারী॥

(১১)

শপথের মিথ্যা ছলে,
ধ্বংসের বহ্নি জ্বলে,
তাণ্ডবের রুদ্র খেলা,
লুটাবে সাগর তলে।
রইবি হেথা যেমন আছিস, তেমনি করে পাথর ঘিরে
বজ্র বাঁশীর উঠবে সে সুর, তোদের বুকের পাঁজর চিরে
ভৈরবী ভীমার খড়গ অসি,
ঝঙ্কার ঝনঝনে পড়িল খসি,
নহে ভুমিতলে, পড়ে তোমারি গলে,
অট্টহাস্য উঠে খলখলে ॥

(১২)

মধু যামিনী, মধু যামিনী, মধু যামিনী ॥
কত কত মধুরাতি এমনি উজলি উঠে
এমনি আলেয়া আলো জ্বালে
কত কত চাতকী এমনি ফুকারি উঠে,
জলদ না বরষা ঢালে,
কত কত চিত মাঝে, চিতার আগুন জ্বলে
তবু চীৎকারে মধুযামিনী।

(১৩)

আমার আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল
মুরতি মোহনিয়া, শ্যামল সুরতিয়া, কমল লোচন বিশাল।
অধর সুধারস মুরলী বাজে কণ্ঠে দোলে জয়মালা
কটিদেশে শোভে ঘন্টি-মেখলা, মঞ্জীরে মধুঢাল',
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু নুপুর বোলে, চরণে চরণে তোলে তাল ॥

———

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কলিকাতা ২৫